খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue-3 ● Bardhaman ● 15 July, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - পূর্ব বর্ধমানের তালিতের আরফাজ জামান (রিহান), দ্বিতীয় - হুগলির বাবনানের সাহিদ রহমান এবং তৃতীয় - পূর্ব বর্ধমানের ইলামপুরের অনিমা মুখোপাধ্যায়।

● "বামই রাম হয়েছে",ধনেখালির সভা থেকে পুরনো স্মৃতি উসকে দিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● "জনগণকে অপমান করার সাহস রাজ্যপালকে কে দিয়েছে ? যে রাজ্যপাল মেয়েদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সেখানে কোনোদিনও যাওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি", শনিবার ধনেখালির সভা থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন অসীমা পাত্র।

● "বিজেপির জেলা নেতৃত্ব সমস্ত টাকা লুট করেছে", তৃণমূলে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি বিশ্ব বাউলদাস।

● "তুমি বেইমান বলে আমরা বেইমান হতে পারবো না। আমরা সবার উন্নয়ন করবো", শনিবার ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের যোগদান সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার হুগলি জেলা বিজেপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিন সকাল ১১ টা থেকে রক্তদাতারা রক্ত দান করেন। প্রায় ৮০ জন পুরুষ মহিলা মিলে রক্তদান করেন। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এদিন রক্ত দিতে বিজেপি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

● বিষ মদ খেয়ে মৃতরা স্বাধীনতা সংগ্রামী নন।১০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ কেন ? এই প্রশ্ন তুলে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করলেন এক ব্যক্তি। তামিলনাড়ুর ঘটনা।

● নিজের ৮০ বছরের দিদিমাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে ২৪ বছর বয়সী এক যুবককে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমে।

● শ্বশুরের হাতে খুন বৌমা ! পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা। এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য। ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত শ্বশুর। হুগলির ভদ্রেশ্বরের পালপাড়ার ঘটনা।

● সালিশি সভায় না যাওয়ায় মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির। চকদিঘির

(এরপর চারের পাতায়)

শান্ততাকে দুর্বলতা ভাববেন না,বিজেপিকে হুঁশিয়ারি অসীমার

নিজস্ব প্রতিবেদন - কানানদীর ঘটনা নিয়ে বিস্ফোরক অসীমা পাত্র। আমরা শান্ত আছি বলে দুর্বল ভাববেন না, ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের যোগদান সভা থেকে বিজেপি নেতাদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অসীমা পাত্র বলেন,"কয়েক দিন আগে আমি শুনছিলাম কানানদীতে একটা ঘটনা ঘটেছে। তার পুরো পরিবার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, লক্ষীর ভান্ডার আছে,বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছে। সকাল বেলা রেশন চালে ভাত খাচ্ছে আর কানানদীতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে তার কাজ। রেগুলার ! রেগুলার ! ইলেকশনের আগে থেকে শুরু করে আমরা জেতার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তৃণমূল কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েছে। কেন ? আমরা জানতে চাই। তার বউ কি রেশনে চাল পায় না ? লক্ষীর ভান্ডার পায় না ? সব পায়। তাহলে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি দেবে ? মাতাল ? মাতাল হলে তো বউকে মা বলে না ? আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি দিচ্ছে এটা মাতাল ! জেনে রাখুন, কেউ যদি মনে করে আমরা শান্ত আছি, এত ভোটে জেতার পরেও,যা ইচ্ছা তাই ! তৃণমূল কংগ্রেসকে গালাগালি দোব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি দোব,জেনে রাখবেন এই শান্তটা দুর্বল ভাববেন না। জনগণ তার উত্তর দিয়ে দেবে এটা মাথায় রাখুন। বিজেপি নেতারা মাথায় রাখুন, জনগণ উত্তর দেবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,ধনেখালির কানানদীতে ৩০ জুন,রবিবার রাতে মদ খেয়ে সমীরণ মুর্মু নামে এক বিজেপি কর্মী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে গালাগালি দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। আর তারই প্রতিবাদে সমীরণ মুর্মু নামে ঐ বিজেপি কর্মীকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির নেতৃত্বে লাঠি,বাঁশ,রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ। সোমসপুর ২ তৃণমূল

(এরপর তিনের পাতায়)

পঞ্চায়েত সমিতির অফিসেই বিডিও'র আইবুড়ো ভাত ! সমালোচনায় সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন - বর্ধমান ১ এর বিডিও-কে অফিসের মধ্যেই আইবুড়ো ভাত খাওয়ালেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। এলাহি আয়োজন ! টেবিলে থালা ভর্তি করে রাখা খাবারদাবার আবার ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। বিডিও'র কপালে ফুল চন্দন দিয়ে আর্শীবাদ করলেন বর্ধমান ১ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাকুলি তা গুপ্ত। অফিসের মধ্যেই বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্ত'র পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করলেন বর্ধমান ১ এর বিডিও রজনীশ কুমার যাদব। পাশ থেকে বাজল শাঁখ। তার পরে প্রসন্ন মুখে আইবুড়ো ভাত খেতে বসলেন বিডিও। আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনায় সরব বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পোস্ট করা বিডিও'র আইবুড়ো ভাত খাওয়ার সেই ভিডিও। "প্রশাসন ও শাসকদলের ভেদ মুছে গেছে,এটাই বাংলার চেনা ছবি", সোস্যাল মিডিয়ায় বিডিও'র আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর ভিডিও পোস্ট করে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন তথা বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাকুলি তা গুপ্ত এই ঘটনায়

(এরপর তিনের পাতায়)

সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার এই হাল ! দাঁত বের করা অবস্থা রাস্তার। মোরামের লেশমাত্র নেই। রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দায়। ভীষন সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি মানুষজন। বার বার পঞ্চায়েতে বলা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারো, অভিযোগ। ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষগড়িয়া খেলার মাঠ থেকে মহিষগড়িয়া কালীতলা পর্যন্ত রাস্তার ছবি।

ধনেখালিতে বড়সড় ভাঙন বিজেপিতে !

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলিতে রাজনৈতিক হাওয়া বদলের পরেই ধনেখালিতে বড় ভাঙন নেতা কর্মীরা। গত শনিবার এই যোগদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

বিজেপিতে। অসীমা পাত্রের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সহ একাধিক বিজেপি সভাপতি সৌমেন ঘোষ ওরফে পটল, ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, ধনেখালি পঞ্চায়েত

(এরপর দুয়ের পাতায়)

আউসগ্রাম ১ ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ মঙ্গলবার খতিয়ে দেখলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক কে. রাধিকা আয়ার।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue-3 ● 15 July, 2024

গতি আসুক কাজে

মাসখানেক হল মিটে গেছে নির্বাচন পর্ব। কিন্তু নির্বাচনের রেশ যেন এখনও কাটতেই চাইছে না। ভোটের ফল প্রকাশের পর প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত সেভাবে গতি আসেনি সরকারি কাজে।যেন একটা গাছাড়া ভাব।থমকে আছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ। গ্রাম গঞ্জে অনেক ঢালাই রাস্তা ফেটে চৌচির। সারাবার উদ্যোগ নেই। মোরাম রাস্তাগুলোর অবস্থাও খুব খারাপ। চলাচল করাই দায়। অনেক জায়গাতেই মোরামের লেশমাত্র নেই। এগুলো মেরামত করার কোনো উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ছে না। আর মাটির রাস্তাগুলোর কথা না বলায় ভালো। এই বর্ষার মরসুমে সেই সব রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দায়। আবার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে জল জীবন মিশনে বাড়িতে বাড়িতে বছর খানেক আগেই কানেকশন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জলের দেখা নেই। অনেক বাড়িতে এখনও জলের লাইন গিয়ে পৌঁছায় নি।এদিকে আবার অনেক জায়গাতেই দীর্ঘদিন ধরেই নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে আছে,পঞ্চায়েতের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। রাস্তার লাইটও অনেক জায়গায় খারাপ হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায় আলো লাগিয়েই দায় শেষ, আলো সবজায়গায় ঠিক মতো জ্বলছে কিনা না তা দেখভাল করার কেউ নেই। পঞ্চায়েত এলাকায় সব জায়গায় এখনও পুরোদমে চালু হয় নি বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের কাজ।সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি যেন গতি হারিয়েছে। আবার নির্বাচনের সাথে সাথে সব কিছুতেই এখন দুয়ারে সরকারের অজুহাত।আসি যাই মাইনে পাই এই মনোভাব নিয়েই অনেকে চলছেন। কাজ না করার মানসিকতা এক শ্রেণীর সরকারি কর্মীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে।তাই তারা ঢাল করছেন নির্বাচন বা দুয়ারে সরকারেকে। রেশন কার্ড, বার্ধক্য ভাতা,বিধবা ভাতা,প্রতিবন্ধী ভাতা,কাস্ট সার্টিফিকেটের আবেদন নিয়ে ব্লকে বা পঞ্চায়েতে গেলে অনেক সময়েই বলতে শোনা যায় দুয়ারে সরকারে জমা দেবেন। এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ! সব কিছুতেই কেন দুয়ারে সরকারের অজুহাত দেখানো হবে ? দুয়ারে সরকার তো আর রোজ হচ্ছে না, অফিসে গেলেও তো মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। আর ভোটের সময় গেলে তো কোনো কথাই নেই। এখন নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত,পরে আসুন বলে মানুষকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচন আসবে যাবে, কিন্তু তা বলে মানুষ পরিষেবা পাবে না বা উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকবে সেটা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তাই কোনো অজুহাত না দেখিয়ে মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়া হোক,কাজে গতি আসুক,থেমে থাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজগুলো দ্রুত শুরু হোক, দ্রুত রূপায়ণ করা হোক নতুন কর্মপরিকল্পনা। নির্বাচনের ক্লান্তি কাটিয়ে গা঱াড়া উঠুন জনপ্রতিনিধিরা নতুন উদ্যমে দ্রুত শুরু করুন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ। গতি আসুক কাজে,ছন্দে ফিরুক প্রশাসন।

আমার সঙ্গে আমি

বিজন দাস

আমার কাছে আসছি আমি
আমিই আমার লক্ষ্য,
আমার কাছে আসতে আমি
হইনি আজো দক্ষ।
আমার কাছে আসছি কত
জটিল জনম ঘুরে,
তুফান তোলা বন্যা ভেঙে
তাজালি-রোদ্দুরে।
আমার কাছে আসছি আমি
বাড়িয়ে আছি হাত,
আমার সাথে আমারই প্রেম
আমারই সংঘাত।
আমায় আমি বাসছি ভালো
গাইছি আমার গুণ
আমিই আমার নিন্দে করি
আমায় করি খুন।
আমার জন্যে আমিই করি
কতই হাহুতাশ,
স্বপ্ন মেখে আমার সাথে
আমার সহবাস।
আমার পোকা নিত্য আমায়
খাচ্ছে কুড়ে কুড়ে,
আমার কাছে আসতে আমি
ক্রমশ যাই-দূরে।

বড়সড় ভাঙন

(প্রথম পাতার পর)

সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহসিন মন্ডল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে ধনেখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই যোগদান সভায় ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নিলেন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তনুশ্রী দাস,ধনেখালি বিধানসভার বিজেপির কনভেনার আশিস দাস,জেলা কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি বিশ্ব বাউলদাস,মন্ডল সাধারণ সম্পাদক বাপি রায় ও আব্দুর রহমান পুরকাইত,মন্ডল সংখ্যালঘু সভাপতি শেখ ইসমাইল,মন্ডল সংখ্যালঘু সাধারণ সম্পাদক মন্টু মন্ডল এবং কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক দেবু মালিক সহ একাধিক বিজেপি নেতা কর্মীরা।

সেলফি জমানা

পার্থ পাল

গৌতমবাবু অফিসের কাজে দিল্লি গেছেন। প্রায়ই যান। বাড়ির লোকের কাছে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। সেটাই দুর্ঘটনা হয়ে গেল এবার। সৌজন্যে, সেলফি। ওনার ইদানিং সেলফি তোলার বাতিক হয়েছে। পিছনে ফুলের গাছই থাক বা আবর্জনা স্তূপ - কুছ পরোয়া নেই। স্মার্টফোনটা ডান হাতে ধরে গাছের ডাল থেকে ফুল পাড়ার কায়দায় খানিক তুলে ধরছেন। তারপর চুলটা, জামার কলারটা, চশমাটা খানিক ঠিকঠাক করে নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ফোন বোতামে হালকা চাপ। খচাৎ। কেল্লা ফতে। এবার ছবিটাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিলিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। সেলফি-দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় গৌতমবাবু ফোনে গিন্নির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথার ফাঁকে গিন্নি আবদার করে বললেন, ''শুধু কথায় মন ভরে! তোমার শ্রীমুখটা একবার দেখাও দেখি। এই তো এত সেলফি তোলো; কই আমাকে তো পাঠাও না।'' গৌতমবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, ''ও..., এই কথা, এক্ষুনি পাঠাচ্ছি।'' মুহূর্তে সেলফি স্যাটেলাইট বাহিত হয়ে পৌঁছে গেল গিন্নির কাছে। তিনি গৌতমবাবুর শ্রীমুখ দেখলেন বটে তবে পিছনে দেখতে পেলেন সমুদ্রের ঢেউ। দিল্লিতে সমুদ্র!!

তাই সাধু সাবধান। সেলফি বিলাসীরা আশপাশ দেখে নিয়ে, তবে বিলাসিতাটি করবেন। যেমন, রফিকের কথাই ধরা যাক। এই তো গত শীতের ঘটনা। জমি ফাঁকা করে ধান উঠেছে পাড়ায়। এই সময় পোষা হাতিদের নিয়ে মাহুতরা আসেন গ্রামে গ্রামে। চাষীদের থেকে অল্প অল্প ধান সংগ্রহ করে তাঁরা ফিরে যান। সেদিন রফিকদের পাড়ায় এমনই একটি হাতি এসেছে। হাতিটিকে দাঁড় করিয়ে মাহুত গেছেন পাশেই গৃহস্থের বাড়ি। এমন সুযোগ নষ্ট করার ছেলে রফিক নয়। সে তাদের একতলার ছাদের ধারটিতে দাঁড়িয়ে, হাতির মাথাটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেলফি তুলতে মগ্ন হল। হাতিটি বোধহয় ভাবল, আহা ছেলেটি উপর থেকে নিচে পড়ার জন্য এত চেষ্টা করছে! ওকে একটু সাহায্য করা যাক। সে তখন রফিককে শুঁড়ে জড়িয়ে নিচে ফেলে দিল। ভাগ্যিস সেখানে খড় রাখা ছিল। তাই বড়সড় বিপদ ঘটেনি। সে যাত্রায় রফিক প্রাণে বাঁচলেও সেলফিটি তার তোলা হয়ে ওঠেনি। তবে ওর আর হাতিটির এই রসিকতার (!) ছোট্ট ভিডিওটি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করেছিল ওদেরই পাড়ার শফিকুল। তা বর্তমানে ' মিম ' উপাধি পেয়ে পাঁচ লক্ষ দর্শকধন্য হয়েছে।

১৮৩৯ সালে রবার্ট কর্ণিলিয়াস নামে একজন মার্কিন ফটোগ্রাফার প্রথম সেলফি তোলেন। তারপর তা টুকটাক চললেও ব্যাপকতা পায়নি। ১৯৬৬ সালে 'জেমিনি-১২' উপগ্রহ মিশনে মহাকাশে গিয়ে প্রথম সেলফি তোলেন বিশিষ্ট মহাকাশচারী বাজ অলড্রিন। তবে সেলফি শিল্পের মরা গাঙে জোয়ার আসে ২০১০ সালের পর। ২০১৩ সালে টাইম ম্যাগাজিনের ঠিক করা সেরা দশ শব্দে ঠাই পেল 'সেলফি'। এই তো,গত বছরই মুক্তি পেল 'সেলফি' নামের হিন্দি সিনেমাও। রাজ মেহেতা পরিচালিত সে সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় করলেন অক্ষয়কুমার। এখন হাজার দিবস পালনের মাঝে সেলফি দিবস না থাকলে কী চলে? গত একুশে জুন ছিল তেমনি সেলফি দিবস। জানা ছিল না বলে পালন করা হয়নি! সেজন্য দুঃখ করবেন না। বছর বছর এ সুযোগ আপনি পাবেন। তৈরি থাকুন।

অনেকেই বলেন সেলফি ম্যানিয়ায় নাকি আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ে। 'আমাকে দেখুন' মানসিকতা যখন ধাক্কা খায়, তখন আসে হতাশা। জমিয়ে রাখা হতাশা নিয়ে আসে মানসিক রোগ। তবে, এসব নেগেটিভ কথায় ভেঙে পড়বেন না। সেলফির গুনের লিস্টিটাও নেহাত ছোট নয়। যেমন, মুখটা খুশি খুশি না থাকলে সেটা সেলফি হয় না। তাই দক্ষ নিজস্বী শিল্পীরা মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখবেই রাখবে। কর্মব্যস্ত গোমড়াদের মুখে ঝলকে হলেও হাসি ফোটানো কম কৃতিত্বের নয়।

আরো আছে। একটি বিয়েবাড়ির আলোকিত, সুসজ্জিত সেলফি জোনে সেদিন বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পটাপট সেলফি তুলছিলেন ও পাড়ার মুন্নি পিসি। যতটা সম্ভব দামি ও ভালো পোশাক পড়ে, মুখে চড়া মেকআপ চাপিয়ে পিসি ছিল খুবই হাসি খুশি। সাজের প্রশংসা করায়, সেলফি স্টিকটা সামলে, একমুখ আত্মবিশ্বাস নিয়ে পিসি বলল, '' সেলফি তুলব আর সাজবো না! তা আবার হয় নাকি! '' জয় সেলফির জয়।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - আরফাজ জামান (রিহান), বাড়ি - তালিত,পূর্ব বর্ধমান।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় - অনিমা মুখোপাধ্যায়,বাড়ি - ইলামপুর, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় - সাহিদ রহমান,বাড়ি - বাবনান, দাদপুর,হুগলি।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

কন্যাশ্রী প্রকল্পেও কাটমানির অভিযোগ ! সরকারি কর্মীকে কাটমানি না দেওয়ায় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী !

নিজস্ব সংবাদদাতা - এবার মমতা ব্যানার্জি'র সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো মালদার রতুয়ায়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেতে পঞ্চায়েতের তদন্তকারী সরকারি কর্মীকে কাটমানি না দেওয়ায় বঞ্চিত একাদশ শ্রেণির ছাত্রী, অভিযোগ। ভেরিফিকেশনের সরকারি নথিতে উপভোক্তা ছাত্রীকে বিবাহিত উল্লেখ করায় তার কন্যাশ্রীর ফর্ম বাতিল হয়েছে।প্রায় দেড় বছর ধরে পঞ্চায়েত ও ব্লক দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেও কোনও সুরাহা হয়নি ওই ছাত্রীর। ফলে, শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করল ওই ছাত্রী। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নেমে পড়েছেন বিডিও। বিডিও'র বক্তব্য, তদন্তে ওই সরকারি কর্মীর গাফিলতি প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভুক্তভোগী ছাত্রী সুলতানা পারভিনের বাড়ি রতুয়া ১ ব্লকের চাঁদমনি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোমপাল গ্রামে। তার বাবা রবিউল ইসলাম বলেন, তার মেয়ে স্থানীয় বাটনা জেএমও সিনিয়র মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। সুলতানার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় নিয়মমতো তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কে-২ ফর্ম পূরণ করেন। মাদ্রাসার তরফে সেই ফর্ম ভেরিফিকেশন করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তরে। সুলতানার ফর্মে দেওয়া তথ্যের বাস্তবতা খতিয়ে দেখার কথা পঞ্চায়েতের সহায়ক শান্তনু দাসের। অভিযোগ,সুলতানার ফর্ম অনুমোদন করে ব্লকে পাঠাতে ঘুষ চেয়েছিলেন শান্তনু। তার দাবি না মানায় তিনি তার রিপোর্টে সুলতানাকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করেন। এর জেরে সুলতানার ফর্ম বাতিল হয়ে যায়। বাটনা জেএমও সিনিয়র মাদ্রাসার টিআইসি আনওয়ারুল হক জানান, ''সুলতানা অবিবাহিত তা আমরা জানি। এ নিয়ে ব্লকের কন্যাশ্রী নোডাল অফিসারকেও একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি।'' মমতা ব্যানার্জি'র সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্পেও কাটমানির অভিযোগে চাঞ্চল্য এলাকায়। পঞ্চায়েতের সরকারি তদন্তকারী কর্মীকে কাটমানি না দেওয়ায় অবিবাহিত ছাত্রীকে বিবাহিত বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করার ফলে কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে বঞ্চিত একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুলতানা পারভিন। প্রকল্পের সুবিধা পাবার আশায় বিডিও'র দ্বারস্থ বঞ্চিত ওই ছাত্রী। এখন বিডিও সুলতানাকে ন্যায় পাইয়ে দিতে পারেন কিনা সেদিকে তাকিয়ে আছে সুলতানার পরিবার।

পথচারীদের সুবিধার্থে শহরের পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাও দখলমুক্ত করা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন - ফুটপাত দখলমুক্ত করা হচ্ছে খুব ভালো কথা,কিন্তু সেই সঙ্গে হকারদের পুনর্বাসনের কথাও সরকারকে ভাবতে হবে। কারণ এর সঙ্গে তাদের রুটি রুজি জড়িত। আবার শুধুমাত্র শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করলে চলবে না, গ্রামের রাস্তার দু'পাশেও প্রশাসনের একটু নজর দেওয়া দরকার। পঞ্চায়েত/ পৌরসভা এলাকায় গ্রামের দিকেও বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে কোথাও রাখা আছে ইট,বালি, পাথর,আবার কোথাও রাস্তা থেকে তিন ফুট ছেড়ে বাড়ি করে আবার ছাড়ের মধ্যেই দু'ফুট জায়গা দখল করে কেউ ফুল গাছ বসাচ্ছে,কেউ সিঁড়ি নামাচ্ছে,কেউ বসার রক করছে,ভাবা যায় ! আবার অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে গরু ছাগল বেঁধে রাস্তা ব্লক করে রেখেছে। কোথাও আবার রাস্তার পাশেই বাইক, সাইকেল, চার চাকা রেখে রাস্তা ব্লক করা হচ্ছে। দশঘরা থেকে চুঁচুড়া যাবার পথে ২৩ নং রাস্তার দু'পাশেও খানপুর,মৌবেশিয়া,গুড়াপ,ভাস্তারা সহ বিভিন্ন জায়গায় এই দৃশ্য চোখে পড়ছে। কোথাও আবার রাস্তার পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টোটো। সৃষ্টি হচ্ছে যানজট।সাইট দেওয়ার জায়গাটুকুও নেই। ফলে দুর্ঘটনার খবরও বিভিন্ন জায়গা থেকে মাঝে মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাই শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাও দখলমুক্ত করার জন্য প্রশাসনের অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

(প্রথম পাতার পর)

শান্ততাকে দুর্বলতা ভাববেন না

অঞ্চল সভাপতি মানিক মল্লিক,তৃণমূল কর্মী বিকাশ সিং ও সুজয় আহেরি হামলা চালায় বলে বিজেপির অভিযোগ। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ধনেখালি থানার পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মাথায় ১৮ টি এবং মুখে ১ টি সেলাই হয়েছে বলে জানা গেছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমীরণ মুর্মুর পরিবারের পক্ষ থেকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মানিক মল্লিক, তৃণমূল কর্মী বিকাশ সিং ও সুজয় আহেরির বিরুদ্ধে ধনেখালি থানায় সোমবার অভিযোগ দায়ের করা হয়।অভিযোগ পাওয়া মাত্রই বিকাশ সিং ও সুজয় আহেরিকে গ্রেপ্তার করে ধনেখালি থানার পুলিশ। বিজেপি কর্মীকে মারধরে অভিযুক্ত ধৃত বিকাশ সিং ও সুজয় আহেরিকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অপর অভিযুক্ত সোমসপুর ২ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মানিক মল্লিক এখনও অধরা। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে গালাগাল দেওয়ার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগে পুলিশের ভয়ে ঘরছাড়া তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি,এও এক নজিরবিহীন ঘটনা। আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলের যোগদান সভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অসীমা পাত্র।

(প্রথম পাতার পর)

অফিসেই বিডিও'র আইবুড়ো ভাত !

দোষের কিছু দেখছেন না। তিনি বলেন,''বিরোধীদের কোনও কাজ নেই তাই খই ভাজছেন। অযথা সমালোচনা করছেন।'' অন্যদিকে বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র ঘটনার নিন্দা করে বলেন,দিকে দিকে এমন ঘটনা চোখে পড়ছে। এই বিষয়ে বর্ধমান ১ এর বিডিও রজনীশ কুমার যাদব বলেন, ''কিছুদিন পরেই আমার বিয়ে। পঞ্চায়েত সমিতির সবাই আমাকে ভালোবাসে। তাই ভালোবেসেই এসবের আয়োজন করেছিল। আর ওটা পঞ্চায়েত সমেতির অফিসে হয়নি ওটা বাইরে হয়েছিল,বাইরে যে মিটিং হল আছে ওখানে হয়েছিল। আর উনি আমার মায়ের বয়সি। উনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই আশীর্বাদের পরেই আমি ওনাকে প্রনাম করে আশীর্বাদটা নিয়েছি।'' তিনি আরও বলেন, ''এটাতো আমাদের শিক্ষা, কালচার , যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখি এসেছি। যারা আশীর্বাদ দেয় তাদেরকে প্রণাম করতে হয়।''

ধনেখালিতে রথের দড়িতে টান দিলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি ও ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

ধনিয়াখালি বিএসএনএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসের বর্তমান অবস্থা ! সারাদেশে এভাবে অবহেলায়, অনাদরে কত বিএসএনএল অফিস পড়ে আছে তার ইয়াত্তা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিকার। বেসরকারি সিম কোম্পানিগুলো যখন ইচ্ছেমতো রিচার্জ প্ল্যান বাড়িয়ে জনগণকে লুট করতে ব্যস্ত তখন সরকারি সংস্থা বিএসএনএল'কে চাঙ্গা করে জনগণকে সুরাহা দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সদর্থক ভূমিকা চোখে পড়ছে না,অভিযোগ।

সারনা ধর্ম কোড লাগুর দাবিতে সোমবার আদিবাসী সেঁঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে ধনেখালি বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল।

পুলিশের জালে ২ চোর

নিজস্ব সংবাদদাতা - চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানার নবগ্রাম ও মাখলা এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে গত প্রায় দু'মাস ধরে চলা চুরির ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউটাউন এবং বীরভূম থেকে বিট্টু ঠাকুর(১৯) এবং বিশ্বজিৎ দাস(২৫) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানার স্পেশাল পুলিশ টিম। তাদের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা ও রুপোর গহনা, ১১৮০০ টাকা এবং বাড়ি ভাঙার যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযানের লক্ষ্যে ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীরা করুণাময়ী মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিধান নগর পুলিশ তাদেরকে আটক করে বলে অভিযোগ।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

রাজ্যের সমুদ্রসাথী প্রকল্প অথৈ জলে ! তালিকায় একাধিক বেনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা - শেষ রাজ্য বাজেটে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য এপ্রিল ও মে, দু'মাসে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার, যে প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সমুদ্রসাথী'। এই প্রকল্পে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরিতে বিস্তর বেনিয়মের অভিযোগে সরব হল মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি। এরই মধ্যে গত ১৫ জুনের পর থেকে বন্ধ রয়েছে ''সমুদ্রসাথী' পোর্টাল। ফলে আবেদন প্রক্রিয়াও পুরোপুরি বন্ধ। সব মিলিয়ে অথৈ জলে প্রকল্পটি। এই টাকা এপ্রিল, মে মাসে দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত একজনও সামুদ্রিক মৎস্যজীবী এই ভাতা পাননি। কবে মিলবে এই ভাতা ? সে বিষয়ে সরকারি আধিকারিকরাও অন্ধকারে। হতাশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষাধিক সামুদ্রিক মৎস্যজীবী। প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন সামুদ্রিক মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই দু'মাস বিকল্প কোন কাজ না থাকায় সঙ্কটে থাকেন প্রান্তিক সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা। এই মৎস্যজীবীদের কথা ভেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনার ২ লক্ষের বেশি মৎস্যজীবীকে এই প্রকল্পে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এই প্রকল্পের জন্য দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়ে মৎস্যজীবী কার্ড তৈরী করতে বলা হয়। মৎস্যজীবী সংঠনগুলির অভিযোগ, পঞ্চায়েতের দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্র নিয়ে এই কার্ড তৈরী করা হয়। ফলে বিস্তর বেনিয়ম ধরা পড়ে। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত হয়। রাজনৈতিকভাবে মৎস্যজীবী কার্ড দেওয়া হয়। স্বজনপোষণ করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের এই কার্ডেও ব্যাপক গরমিল প্রকাশ্যে এসেছে। অনেকের মিষ্টি বা নোনা জলের মৎস্যজীবী কার্ড এসেছে। কিন্তু এই কার্ড থাকলে এই প্রকল্পে আবেদন করা যাবে না। দুয়ারে সরকার শিবির থেকে এই ভুল করা হয়েছে বলে মৎস্যজীবীদের অভিযোগ।

ছোট চাক পোকার উপদ্রবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন মৌমাছি প্রতিপালকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - সম্প্রতি 'স্মল হাইভ বিটল' বা 'ছোট চাক পোকা' যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল এথিনা টুমিডা, সেই পোকার দাপটে কার্যত ত্রাহি ত্রাহি রব মৌমাছি পালন জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের। এই পোকার দাপটে অনেকে মৌমাছি প্রতিপালন ছেড়েও দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে মুক্তির জন্য গবেষণা শুরু করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তবে এখনও প্রকৃত সমাধান সূত্র মেলেনি বলেই দাবি তাঁদের। আপাতত নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপরই বেশি জোর দিচ্ছেন তাঁরা। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করে একশ্রেণীর যুবক যেমন রোজগার করে আত্মনির্ভর হয়েছেন,তেমনই পরাগমিলনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে ও এই জগতের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে মৌমাছিরা যে পরিবেশ পরিষেবা দিয়ে চলেছে তারও অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ বর্তমানে মধু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যেই পড়ে। জঙ্গলের মধু সংগ্রহের পাশাপাশি এরাজ্যে প্রায় ১৫০০০ মৌমাছি পালক রয়েছেন যারা প্রধানত ইউরোপিয়ান মৌমাছি (এপিস মেলিফেরা) অথবা ভারতীয় মৌমাছি (এপিস সেরানা) প্রতিপালন করেন। এখানে ১০০ টি এপিস মেলিফেরা কলোনি থেকে বছরে ৩-৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগার করা সম্ভব। তাই পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছি পালন আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিমপিঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী বলছেন, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে মৌমাছি পালকদের। দ্রুত যাতে এই পোকার হাত থেকে পরিত্রানের উপায় মেলে সেই চেষ্টাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দশঘরা (১) অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দশঘরায় আয়োজিত একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জগন্নাথ,বলরাম ও সুভদ্রার মুখ আলুর ওপর ফুটিয়ে তুললেন রানাঘাটের এক গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা - নদিয়ার রাণাঘাটের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শতাব্দী মণ্ডল। সংসারের কাজকর্ম সামলেই গত তিন বছর ধরে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন।পাশাপাশি কচিকাঁচাদের ছবি আঁকাও শেখান তিনি।বরাবরই অন্য কিছু সৃষ্টির ওপর ঝোঁক শতাব্দীর।এর আগেও লাউয়ের

ওপর দুর্গার মুখ এবং জীবন্ত কালী সাজিয়েও সমাজমাধ্যমে বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। তবে এবার সবকিছু থেকে একেবারে আলাদা। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মুখ ফুটিয়ে তুলতে বেছে নিয়েছেন প্রায় আড়াইশো গ্রাম ওজনের তিনটি আলু। সেগুলির ওপরেই রং-তুলি প্রসাধনীর নানা উপকরণ দিয়ে এঁকেছেন ত্রয়ী দেবতাদের। শুধু রঙের ছোঁয়ায় মুখের আদল তৈরি করাই নয়, সাজসজ্জার সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হয়েছে তাদের।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

কুবাজপুরের ঘটনা।

- আর স্বশরীরে হাজির হতে হবে না থানায়। কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনেই করা যাবে জিডি।জনসাধারণের সুবিধার্থে ৭ জুলাই থেকে ই-জিডি পরিষেবা চালু করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।
- লরির ধাক্কায় আরামবাগের বাসুদেবপুর এলাকায় মৃত্যু হল ২ জনের,নাম সহদেব মালিক(৫০) ও মঞ্জু মালিক(৪২),আরামবাগের গড়বাড়ির বাসিন্দা।শোকের ছায়া এলাকায়।
- অফিসে তৃণমূল নেত্রীর হাতে আইবুড়ো ভাত খেয়ে তৃণমূল নেত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিতর্কের কেন্দ্রে বর্ধমান ১ ব্লকের বিডিও !
- শুয়োরের কামড়ে মৃত্যু হল করুণা কর্মকার নামে ৮৪ বছরের এক বৃদ্ধার। বাঁকুড়া পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকার ঘটনা। অদ্ভুত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য।
- রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীন চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরের সময় এককালীন ভাতা বৃদ্ধি করল সরকার।
- হুগলির তারকেশ্বরেও চললো বুলডোজার। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে পৌরসভার উদ্যোগে ভাঙা হচ্ছে বেআইনি দোকান।
- হুগলির পোলবায় অবৈধভাবে দিল্লি রোড লাগোয়া কেন্দ্রীয় সরকারের জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ লঙ্কা রাজা নামে এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে পোলবা থানার অন্তর্গত সুগন্ধা মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পোলবা থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে সরিয়ে দেয় পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা বিজেপির যুব সভাপতি রাজীব ঘরামি এবং জেলা সহ সভাপতি গোপাল উপাধ্যায়।
- ৩ জুলাই থেকে বাড়ল মোবাইল রিচার্জের খরচ। জনগণের পকেট কেটে নিজেদের পেট ভরাতে ব্যস্ত সিম কোম্পানিগুলো। নীরব দর্শকের ভূমিকায় ট্রাই। চুপ বিরোধীরাও।
- রাজ্যে বাড়ছে পিটিয়ে মারার মতো ঘটনা। পুলিশের এত চর থাকতেও সময়ে খবর পাচ্ছে না পুলিশ,ভাবা যায়। কেন খবর পাচ্ছে না পুলিশ, কেন ঘটনাস্থলে যাচ্ছে দেরি করে ? কি কাজ করছে গোয়েন্দা দফতর ? এ প্রশ্ন তুলে গণপিটুনির ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পুলিশকে নজরদারি বাড়ানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
- উত্তরপ্রদেশের হাথরসেধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১১৬ জন পূণ্যার্থীর ।
- আইন তো সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। আইনের উর্ধ্বে তো কেউ নয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি মামলা করা যায় তাহলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যাবে না ? উঠছে প্রশ্ন।
- রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা বাংলার রাজ্যপালের ! কি এমন হল যে রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে হল ? এটা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও শুভ লক্ষণ নয়।
- রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে পিটিয়ে মারার ঘটনা।রাজ্যের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যেকোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের আরও সজাগ থাকা দরকার।
- তারকেশ্বর,পান্ডুয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সন্দেহের বশে ঘটছে পিটিয়ে মারার ঘটনা।কি এমন হল যে মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে? কাদের মদতে ঘটছে এই সব ঘটনা? উঠছে প্রশ্ন।
- চোর সন্দেহে বেধড়ক মারে মৃত্যু হল বিশ্বজিৎ মান্না(২৩) নামে এক যুবকের। প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়। তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার ঘটনা।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পোলবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com